যায়যায়দিন

6 OCT 2012

শিক্ষকদের পেটাল পুলিশ

এ ঘটনা কী সভ্যতার পরিচয়বাহী?

শিক্ষার প্রধান কারিগর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক, সেই শিক্ষকদের আবারো লাঠিপেটা করল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়াধীন পুলিশ বাহিনী। ইতোঃপূর্বে এ বছরেরই মাঝামাঝি সময়ে ১৪ মে থেকে বিভিন্ন দাবি-দাওয়া নিয়ে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে প্রাইমারি স্কুলের শিক্ষকদের অবস্থান ধর্মঘট হয়েছিল। ১৫ মে প্রধানমন্ত্রী কার্যালয়ে স্মারকলিপি দিতে যাওয়ার পথে শাহবাগে পুলিশি তীব্র প্রতিরোধ ও লাঠিপেটার খড়ে পড়েছিলেন প্রাথমিক স্কুলের শিক্ষকরা। সেই প্রচণ্ডতার শিকার একজন শিক্ষক আহত হয়ে চিকিৎসাধীন থেকে মারাও গিয়েছিলেন। চাকরি জাতীয়করণের দাবিতে গত বছর ২১ থেকে ২৭ ডিসেম্বর কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে আন্দোলনের সময় দুজন শিক্ষককে জীবনও দিতে হয়েছিল। শিক্ষকদের ওপর পুলিশের নির্মম লাঠিপেটার সচিত্র প্রতিবেদনের ওপর বিভিন্ন সম্পাদকীয়তে তখন তীব্র প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত হয়েছিল। কিন্তু পুলিশের জীবনে হয়তো কোনো বিদ্যাপীঠ ছিল না (?), তাই তারা কখনো পত্রপত্রিকার সেসব সমালোচনায় কর্ণপাত করেনি। যেসব সমালোচনামূলক কলাম লেখা হয়েছিল সেগুলোও নিশ্চই তারা চোখ বুলিয়ে দেখার প্রয়োজনবোধ করেনি। ফলে যা হওয়ার তাই হচ্ছে। এবারো তার ব্যত্যয় ঘটল না। গতকাল এমপিওভুক্তির (বেতন-ভাতার সরকারি অংশ) দাবিতে আন্দোলনরত বেসরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষকদের ওপর জাতীয় প্রেসক্লাব এলাকায় দানবীয় লাঠিপেটা করেছে পুলিশ। সেই সঙ্গে শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিল ছত্রভঙ্গ করতে ছোড়া হয় টিয়ারশেল। জানা যায়, ওই ঘটনায় প্রায় ৩০ জন শিক্ষক আহত হয়েছেন। অনেককে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

পত্রিকার চিত্রে উঠে এসেছে শিক্ষকদের গ্লানি, অপমানবিধ্বস্ত ও ক্রন্দনরত ভাঙাচোরা মুখ। এ দৃশ্যপট সরকারের শীর্ষস্থানীয় পর্যন্ত কী রকম প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়েছে জানি না। জানি না, তাদেরও মনে ভেসে উঠেছে কি, সেই শৈশবে তাদেরও এ শিক্ষকদের শিক্ষায়তনেই হাতেখড়ি নিতে হয়েছিল! কিন্তু চিরকালের অকৃতজ্ঞ যিনি, তিনি তো কৃতজ্ঞতার কথা কখনো স্মরণে রাখবেন না। ফলে সহজেই সেসব বিস্মৃত হয়েও শিক্ষকদের ওপর দানবীয় মূর্তিতে ঝাঁপিয়ে পড়তে মোটেও দ্বিধাবোধ করেন না তারা। তো, এর আর ধর্মবোধ কি! কিন্তু হায়, এ শিক্ষকরা এমনই শিক্ষার কারিগর যে শিক্ষা থেকে এমন বোধবুদ্ধিরও ক্রিয়া হলো না যাতে শিক্ষকের ওপর লাঠি তোলার আগেই লজ্জায় সেই লাঠি আপনাআপনিই পড়ে যায়!

মানুষের মানবিকতা, মানবিক সত্তা পিষ্ট হয় এখান থেকেই, এভাবেই যেন! সভ্যতার ইতিহাসে শিক্ষকতা তখন থেকেই, শুরু যখন 'রাষ্ট্র' নামক কোনো কিছুরই অস্তিত্বও ছিল না। রাষ্ট্র, সরকার, পরিবার এগুলো তো শিক্ষার'ই ফলশ্রুতি। তো, সেই শিক্ষকরা কেন সরকারের পুলিশি আক্রমণের শিকার হবে? তাদের কি এমন এক পরিস্থিতিতে পড়তে হয়, শিক্ষকদের ওপর পুলিশের লাঠি অগ্নিমূর্তি চড়াও হয়ে ওঠে! এই তো ক'দিন আগে বিজিবি ও বিএসএফের পাঁচদিনের এক সম্মেলনে বিএসএফ বলেছিল, গত দেড় বছরে সীমান্তে যেসব হত্যাকাণ্ড ঘটছে তা নাকি 'আত্মরক্ষার্থেই' (?) ঘটানো হচ্ছে! তো, আমাদের পুলিশও কি শিক্ষকদের বিক্ষোভ মিছিলে এমনই পরিস্থিতিতে পড়ে গিয়েছিলেন, তারা শিক্ষকদের 'হুমকি' মনে করেছিলেন এবং সেহেতু তারা তাদের ওপর অমানবিক কায়দায় লাঠিপেটা করতে বাধ্য হয়েছিলেন? নাকি বিক্ষোভ দেখলেই তাদের শিরায় এমনই রক্তপ্রবাহ বেড়ে যায় বা তাদের হাত শুধু এমনই নিশপিশ করে, যে কারণে তাদের যেখানে-সেখানে এলোপাতাড়ি লাঠিচার্জ করতেই হয়?

আমরা মনে করি, এসব বিরূপ দৃশ্য কোনোভাবেই শিক্ষাসমৃদ্ধ সভ্যতার পরিচয়বাহী হতে পারে না। বরং শিক্ষকরা যুগ যুগ ধরে যে শিক্ষায় মানুষের শৈশব গড়েপিটে তোলেন, উত্তরকালে এসে তা-ই বা কেন অপশিক্ষারই পরিচয় তুলে ধরবে? এই যে পরিস্থিতি, এখানে কি শিক্ষার কারিগর হিসেবে সেই শিক্ষকদের শিক্ষাই ব্যর্থ, নাকি মন্ত্রণালয়ের ব্যবস্থাপনাতে সেই শিক্ষার 'মেরুদণ্ড'ই প্রোথিত হয় নাই? শিক্ষকদের অভিযোগ, শিক্ষামন্ত্রী এ পর্যন্ত এমপিওভুক্তি নিয়ে স্পষ্ট কোনো বক্তব্য রাখেননি। সরকার স্পষ্ট ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত তারা আন্দোলন অব্যাহত রাখবেন বলে জানান। শিক্ষকরা আরো অভিযোগ করেন, 'তাদের শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে পুলিশ হামলা চালিয়েছে। সরকারের নির্দেশেই প্রায় অর্ধশতাধিক শিক্ষককে পিটিয়েছে পুলিশ।' পুলিশের আচরণ যদি এমনই হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও উচিত হবে, পুলিশের সঙ্গে কোনোরূপ ধস্তাধস্তিতে না যাওয়া। পুলিশের সঙ্গে তাদের সখ্যপূর্ণ গা বাঁচিয়ে যতটা সম্ভব শিক্ষকসুলভ অভিব্যক্তি নিয়েই তাদের অবস্থান নিতে হবে। সরকার কিংবা পুলিশ যদি শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে না-ই জানে তো, 'নিরাপদ দূরত্বে থেকে' নিজেদের মর্যাদা নিজেদেরই সমুন্নত রাখতে হবে।

> পুলিশের আচরণ যদি এমনই হয়, সে ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরও উচিত হবে, পুলিশের সঙ্গে কোনোরূপ ধস্তাধস্তিতে না যাওয়া। সরকার কিংবা পুলিশ যদি শিক্ষকদের মর্যাদা দিতে না-ই জানে তো, 'নিরাপদ দূরত্বে থেকে' নিজেদের মর্যাদা নিজেদেরই সমুন্নত রাখতে হবে।